তারিখ ... 7 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইনকিলাব

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ

৪৫ ভাগ পদ শূন্য ॥ অনেক বিভাগে শিক্ষকের পদই নেই ॥ শিক্ষা-চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম

নাঈম উল আলম

প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র মেডিকেল কলেজ শেরেবাংলার শিক্ষা কার্যক্রমে চরম বিপর্যয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিক্ষকের অভাবে এনাটমি, ফিজিওলজী, বায়োকেমেস্ট্রী, ফার্মাকোলজি, ফিজিক্যাল মেডিসিন, নেফ্রোলজি, সাইকেট্রি, রেডিওলজি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ডেন্টাল, ইউরোলজি, প্লাস্টিক সার্জারি, এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিক এবং হেপাটোলজী বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এসব বিভাগের অনেকগুলোতেই অধ্যাপকসহ কোন শিক্ষকই নেই। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকটে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা বেশ কয়েক দফা আন্দোলন-সংগ্রামও করেছে। পরিস্থিতির সামান্য কিছু উন্নতি হলেও তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এমনকি ইতোপূর্বে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ২৬ জন অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ১জন কর্মরত থাকারও নজির রয়েছে। সে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনো বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে ২৬ জন অধ্যাপকের স্থলে পূর্ণাঙ্গ, অতিরিক্ত ও চলতি দায়িত্ব নিয়ে আছেন মাত্র ১২ জন। ৩৫টি সহযোগী অধ্যাপকের পদের মধ্যে ১৮টিই শূন্য। সহকারী অধ্যাপকের ৪২টি পদের মধ্যে শূন্য ১৪টি। মূলত ৪৫ ভাগ শিক্ষকের পদই শূন্য।

বরিশাল ব্যুরো: বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ

১৯৬৪ সালের নভেম্বরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর খান আবদুল মোনায়েম খান বরিশাল মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করেন। ১৯৭৮ সালে এ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন ৫শ' শয্যার হাসপাতাল উদ্বোধন করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও বরিশালের কৃতী সন্তান শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের নামানুসারে এর নামকরণ করেন 'শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল'।

চার দশক আগের পরিকল্পনা মাফিক এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ শেষ হলেও ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাসন সংকটও প্রকট। শিক্ষক সংকট সবচেয়ে বড় সমস্যা। মুখথবড়ে পড়ছে সংযুক্ত হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা। বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজে ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে শুধুমাত্র ১জন সহযোগী অধ্যাপকের পদ থাকলেও সে পদেও কোন শিক্ষক নেই। এ বিভাগে অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের কোন পদই সৃষ্টি করা হয়নি। কার্ডিওলজি বিভাগেও কোন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি গত ৪০ বছরে। নেফ্রোলজি বিভাগেও কোন অধ্যাপকের পদ নেই। একজন সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের পদ থাকলেও সেখানেও কোন শিক্ষক নেই। সাইকেট্রি বিভাগে ১ জন মাত্র সহকারী অধ্যাপক সবকিছু সামাল দিচ্ছেন। এ বিভাগেও অধ্যাপকের পদ নেই। একজন সহযোগী অধ্যাপকের পদ থাকলেও সেখানেও কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। নিউরো মেডিসিনে কোন অধ্যাপক নেই। সার্জারী বিভাগেও একজন অধ্যাপকের পদ শূন্য। অর্থোপেডিক্স-সার্জারি বিভাগেও একমাত্র সহযোগী অধ্যাপকের পদটি শূন্য। চক্ষু বিভাগের একমাত্র অধ্যাপকের পদে দায়িত্ব পালন করছেন একজন সহযোগী অধ্যাপক। ফলে সহকারী অধ্যাপকের পদের বিপরীতেও রয়েছেন একজন সহকারী সার্জন। ফলে এখানের সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ দুটি শূন্য। নাক-কান-গলা বিভাগের একমাত্র অধ্যাপকের পদটি শূন্য দীর্ঘদিন ধরে। সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে রয়েছেন একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট। তিনি একই সাথে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালেরও দায়িত্ব পালন করছেন। রেডিওলজি বিভাগে কোন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নেই। অনুরূপভাবে রক্ত সঞ্চালন বিভাগেও কোন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নেই। গোটা দন্ত বিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত একমাত্র সহকারী অধ্যাপকের পদটিও শূন্য। শিশু শৈল্য বিভাগের একমাত্র অধ্যাপকের পদটিও শূন্য। গাইনী বিভাগের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের পদ দুটিতে পরিপূর্ণ কোন শিক্ষক নেই। একজন সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বিভাগীয় প্রধানেরও অপর একজন সহকারী অধ্যাপক পুরো বিভাগটি সামাল দিচ্ছেন। ইউরোলজি বিভাগের কোন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ যেমনি সৃষ্টি করা হয়নি, তেমনি এ বিভাগের একমাত্র সহযোগী অধ্যাপকের পদটিও শূন্য দীর্ঘদিন ধরে। ফলে বরিশাল মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগে বর্তমানে কোন শিক্ষক নেই। গ্যাস্ট্রো এন্টারলজি বিভাগেও কোন অধ্যাপকের পদই নেই। সহযোগী অধ্যাপকের পদের বিপরীতে একজন সহকারী অধ্যাপক দায়িত্ব পালন করছেন। প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগেও কোন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এ বিভাগে একমাত্র সহযোগী অধ্যাপক পদটিও শূন্য। তবে একজন জুনিয়র কনসালটেন্টকে সহকারী অধ্যাপকের পদমর্যাদায় স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করে অনুমোদিত সহযোগী অধ্যাপকের পদ থেকে বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে। এন্ডোক্রাইন ও মেটাবলিক এবং হেপাটোলজি বিভাগেও গত ৪০বছরে কোন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এর মধ্যে এন্ডোক্রাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের পদটিও শূন্য থাকায় গোটা বিভাগটিই শিক্ষকশূন্য। অপরদিকে হেপাটোলজি বিভাগে একজন সহকারী সার্জন সহকারী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করলেও তাকে সহযোগী অধ্যাপকের পদ থেকে বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে।

এনাটমি বিভাগের ২টি সহযোগী অধ্যাপকের পদই শূন্য। ফিজিওলজি বিভাগে কোন অধ্যাপক নেই। সহকারী অধ্যাপকের ৩টি পদের ২টিই শূন্য। বায়োকেমেস্ট্রি বিভাগেও সহযোগী অধ্যাপকের পদটি শূন্য। অধ্যাপকের পদেও কর্মরত একজন সহযোগী অধ্যাপক। ফার্মাকোলজি বিভাগের ২জন করে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের স্থলে আছেন একজন করে। কোন সহকারী অধ্যাপক নেই। ফরেনসিক মেডিসিন, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি ও কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপকের পদগুলো শূন্য। মেডিসিন বিভাগের ৩ জন অধ্যাপকের স্থলে অছেন ২ জন। ৩ জন সহযোগী অধ্যাপকের স্থলে কর্মরত একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট। এসব বিষয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসেই স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করলেও তেমন কোন ফল হচ্ছে না বলেও জানিয়েছে দায়িত্বশীল মহল। অপরদিকে বেশীরভাগ চিকিৎসকই ঢাকার বাইরে বিশেষ করে বরিশালে যেতে চান না বলেও অভিযোগ স্বাস্থ্য অধিদফতরের দায়িত্বশীল সূত্রের। অনেকের বদলির আদেশ হলেও বিভিন্নভাবে মন্ত্রণালয়ে তদবির করে তাও বাতিল বা স্থগিত করানো হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।